লোভে মৃত্যু

ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ) এর আমলের। একদিন ঈসা নবী তার এক সহচরকে নিয়ে এক সফরে বের হলেন। সফর পথে খাওয়ার জন্য সাথে নিলেন তিনটি রুটি। কিছুদূর যাওয়ার পর ঈসা নবী একটি গাছের নিচে বসলেন এবং দুটি রুটি খেয়ে ফেললেন। বাকি একটি রুটি গাছ তলায় রেখে কিছুদূরে পানি পান করতে গেলেন। পানি পান করে এসে দেখেন তার সেই তৃতীয় রুটিটি নেই। তখন নবী তার সহচরকে জিজ্ঞেস করলেন , আমার রেখে যাওয়া রুটিটি কই ? সহচর বললো, আমি জানি না।

 নবী তার সহচরকে নিয়ে আবার হাটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর তাদের সামনে একটি বিরাট নদী পড়লো। সহচর বললো , হুজুর কিভাবে আমরা পার হবো ? ঈসা নবীর এক অলৌকিক ক্ষমতা ছিলো যে তিনি তার সৃষ্টিকর্তার মহিমায় মৃতকে জীবিত করতে পারতেন এবং যেকোন সমুদ্র বা পাহাড় দ্রুত পার হতে পারতেন। সহচরের কথা শুনে তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তার নামে নদীতে পা দাও । অল্প সময়ের মধ্যে তারা নদী পার হয়ে গেলেন। হযরত ঈসা এবার তার সহচরকে জিজ্ঞেস করলেন, যেই মহান সৃষ্টিকর্তার আমাদের কে এত বড় নদী অতি সহজে পার করালেন সেই সৃষ্টিকর্তার কসম দিয়ে বলছি ,বলো ত আমার সেই(৩য়) রুটিটি কে খেয়েছে। সহচর উত্তর দিলো ,আমি জানি না।

 তার আবার চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা উভয় ক্ষুদার্ত হয়ে গেলেন। দুজনে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে বসলেন। হযরত ঈসা তার সহচরকে বললেন , যাও মাঠ থেকে একটি বকরি বাছুর নিয়ে আসো। সহচর তাই করলেন এবং দুজনে সেই বাছুরটিকে খাবার হিসেবে গ্রহন করলেন। বাছুরের হাড় গুলোকে একত্রিত করে ঈসা নবী আবার সেই বাছুরটিকে জীবিত করে দিলেন। এবার তিনি তার সহচরকে আবার জিজ্ঞেস করলেন- যেই সৃষ্টিকর্তার মহিমায় হাড় থেকে আবার বাছুর জীবিত হলো সেই সৃষ্টিকর্তার কছম, বলো ত আমার সেই (৩য়) রুটিটি কে খেয়েছে ? সহচর বললো, আমি জানি না।

 তারা আবার চলতে লাগেলেন। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটি পাহাড়ের আড়ালে হযরত ঈসা নবী দাড়ালেন এবং কতগুলো পাথর একত্রিত করে তিন ভাগ করলেন। সৃষ্টিকর্তার মহিমায় তিনি তিন ভাগ পাথরকে স্বর্ণে পরিণত করলেন এবং সহচরকে বললেন , এক ভাগ আমার ,আরেক ভাগ তোমার এবং ৩য় ভাগটি ঐ ব্যক্তির যে আমার ৩য় রুটিটি খেয়েছে । এবার সহচর স্বর্ণেরে লোভে পড়ে বলতে লাগলো হুজুর আমি আপনার সেই রুটিটি খেয়েছি। নবী ঈসা তিন ভাগ স্বর্ণই তার সহচরকে দিয়ে দিলেন। সহচর স্বর্ণ পেয়ে আর নবীর সাথে যেতে চাইলো না । নবী একাকী চলতে লাগনে।

 সহচর তিন ভাগ স্বর্ণ পেয়ে বেজায় খুশি। হঠাৎ পাহাড়ের পেছন থেকে দুজন ডাকাত বের হয়ে আসলো এবং স্বর্ণগুলো দিয়ে দিতে বললো। নবীর সহচর চিন্তা করলো তারা দুজন আর আমি একা । তাদের সাথে দ্বন্দ্ব না করে সমযোতা করলে ভালো হবে। তাই সে ডাকাতদেরকে বললো, ভাই জগড়া করে লাভ কি? আসুন আমরা তিন জনেই স্বর্ণগুলো ভাগ করে নেই। ডাকাতরাও রাজি হলো।

 তিনজন একসাথে বসে পরামর্শ করলো তারা আগে খাবার খাবে তার পর স্বর্ণ নিয়ে চলে যাবে, তাই তিন জনের সিদ্ধান্তে একজনকে পাঠানো হলো বাজারে খাবার আনতে। যে ব্যাক্তি বাজারে খাবার আনতে গেছে তিনি মনে মনে চিন্ত করলে নিজে বাজার থেকে খাবার খেয়ে আসবে এবং বাকি দুজনের খাবারে বিষ মিশিয়ে আনবে । বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়ে দুজনে মারা গেলে সে একই হবে সকল স্বর্ণেল মালিক। যেই চিন্ত সেই কাজ।

 অপরদিকে অন্য দুজন পরামর্শ করলো বাজার থেকে যখনি ঐ ব্যাক্তি খাবার নিয়ে আসবে তখন তারা দুজনে ঐ ব্যাক্তিকে মেরে ফেলবে ,তাতে তারা দুজনে স্বর্ণের মালিক হবে। যেই চিন্ত সেই কাজ । প্রথম ব্যাক্ত খাবার নিয়ে আসলে অপর দুজনে তাকে মেরে ফেলে এবং মনের সুখে খাবার খেতে লাগেলা । খাবার খাওয়া শেষ হতে না হতেই দুজনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। আর কারো ভাগেই স্বর্ণ জোটলো না।

 পৃথিবীর সম্পদ পৃথিবীতেই রয়ে গেল, শুধু চলে গেল লোভী মানুষগুলো।